ঝিনাইদহে তামাক গ্রহণ ও ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহে তামাক গ্রহণ ও ব্যবহার বন্ধে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (১৫মে) সকালে সিভিল সার্জন সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

এতে সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা: মেহেদি হাসান, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থীরা যেন তামাকের প্রতি কোনো ভাবেই আকৃষ্ট না হয় সেই দিকে সকল শিক্ষকদের নজরদারী রাখতে হবে। তামাক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শিক্ষকরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তামাক গ্রহণে মানুষের শরীরের জন্য মারাত্বক ক্ষতির কারণ। তামাক গ্রহণের ফলে ক্যান্সারের মত মারাত্বক রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। যে কারণে তামাক সেবন থেকে আমাদের সকলকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্যকেও সচেতন করতে হবে।

প্রশিক্ষণে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।

চুয়াডাঙ্গায় আলুকদিয়া ইউনিয়নে সচেতনতা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় যৌনহয়রানি ইভটিজিং, মাদক, জঙ্গীবাদ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আত্মহত্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, ডেঙ্গু

মেহেরপুরে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে মহিলাদের নিয়ে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মত বিনিময় সভা ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল চারটার দিকে মল্লিক পাড়ায় আলোচনা সভার আয়োজন করে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার বিভাগীয় ব্যবস্থাপক হাফিজুর রহমান। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকাসক্তি ও প্রতিরোধের বিভাগীয় প্রধান প্রদীপ কুমার বিশ্বাস।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের এরিয়া ম্যানেজার ওসমান গনি। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা কাউন্সিলর রেক্সোনা কামাল রেনু।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের হিসাব রক্ষক রিতা সাহা, কর্মী সেলিম রেজা, মমতাজ বেগম, দিলরুবা খাতুনসহ দেড় শতাধিক মা ও বোনেরা।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মাদক তথা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। নারী-পুরুষ, যুবসম্প্রদায় কিশোর-কিশোরীরাও মাদকের ভয়ংকর ছোবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। এ নেশা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করবে। সৃষ্টি হবে একটি পঙ্গু ও জরাগ্রস্ত সমাজ। মানুষ একবার নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে সহজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। নেশার কৃষ্ণ সম্পর্কে নিজ পরিবারসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতন হওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের যুবসমাজ বিপথে চালিত হলে সমাজ